মুখতাসার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা

মুসা বিন উকবা বলেন- হুদায়বিয়া থেকে ফেরত এসে নাবী (ﷺ) ২০ দিন বা এর চেয়ে কম সময় মদ্বীনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় তিনি সিবা বিন উরফুযাকে মদ্বীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ সময় আবু হুরায়রা (রাঃ) মদ্বীনায় আগমণ করে ফজরের সলাতে সিবা বিন উরফুযার সাথে সাক্ষাত করলেন। সিবা বিন উরফুযাকে তিনি প্রথম রাকআতে كهيعص তথা সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকআতে ويل للمطففين তথা সূরা মুতাফফিফীন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি সলাতেই বলতে শুরু করলেন। উমুক ব্যক্তির জন্য সর্বনাশ হোক! তার নিকট রয়েছে দু'টি দাঁড়িপাল্লা। সে যখন মানুষকে কোন কিছু মেপে দেয়, তখন ছোট পাল্লা দিয়ে মেপে দেয়। আর যখন মেপে নেয় তখন বড়টি দিয়ে নেয়। সলাত শেষে তিনি সিবা-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) খায়বারে গিয়ে নাবী (ﷺ)এর সাথে মিলিত হলেন। নাবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলায় তারা আবু হুরায়রা ও তাঁর সাথীদেরকে মালে গণীমতের অংশ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিও গণীমতের অংশ পেলেন।

নাবী (ﷺ) খায়বারে গিয়ে ফজরের সলাত পড়লেন। সলাতের পর মুসলমানগণ আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নাবী (ﷺ) এর আক্রমণের খবর যেহেতু তাদের জানা ছিল না, তাই তারা সকাল বেলা তাদের চাষাবাদের জমির দিকে বের হচ্ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখে বলল- আল্লাহর শপথ! এই তো মুহাম্মাদ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। এই বলে তারা নিজেদের দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার! খায়বার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন সকাল বেলা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।

অতঃপর নাবী (ﷺ) আলীকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর লেখক মারহাব নামক ইহুদীর সাথে আলী (রাঃ) এর লড়াইয়ের বর্ণনা এবং আমের বিন আকওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আলী (রাঃ) মারহাবকে হত্যা করেছেন।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী খায়বারবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় যখন তারা খাওয়ার জন্য গৃহপালিত গাধা যবেহ করল তখন রসূল (ﷺ) তাদেরকে গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করলেন।

পরিশেষে তাদের সাথে এই শর্তে মীমাংসার চুক্তি করলেন যে, তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যতীত যত ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তবে স্বর্ণ ও রে□প্য রসূল (ﷺ) এর জন্য রেখে যেতে হবে। আর শর্ত করা হল যে, কেউ যদি কোন কিছু গোপন করে কিংবা লুকিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ

লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নাবী (ﷺ) হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নাবী (ﷺ) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাঃ) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাঃ) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন, তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন।

অতঃপর রসূল (ﷺ) যখন উপরোক্ত শর্তে তাদেরকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বলল- এই শর্তে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নিব আর আপনি বাকী অর্ধেক নিবেন।

ঐ দিকে রসূল (ﷺ) এর কাছে কাজ করার মত কোন লোক ছিলনা। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

ইহুদীরা খায়বারে কত দিন থাকতে পারবে? চুক্তিতে এটি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ ছিলনা; বরং বিষয়টি রসূল (ﷺ) এর ইচ্ছার উপর দেয়া হয়েছিল। যত দিন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দিবেন।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি তাদের কাউকেই হত্যা করেননি। তবে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী।

রসূল (ﷺ) সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্ধী করলেন। তিনি আবুল হুকাইকের এক পুত্রের বিবাহধীন ছিলেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। মুক্ত করে দেয়াটাই বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করলেন।

খায়বারের ভূমিকে নাবী (ﷺ) ৩৬ ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার ১০০ ভাগে ভাগ করে মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করলেন। এখান থেকে রসূল (ﷺ) এবং মুসলমানগণ অর্ধেক অর্থাৎ ১৮০০ অংশ নিলেন। আর বাকী অংশগুলো তথা ১৮০০ অংশ সেখানকার যমীন দেখা-শুনাকারী এবং বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন- খায়বারের যমীন মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কারণ হল সেখানকার এক অংশ জয় করা হয়েছিল যুদ্ধ করে আরেক অংশ জয় করা হয়েছিল সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে। যেই অংশ লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল, তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর যেই অংশ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, তা খায়বারের যমীন দেখা-শুনাকারীদের জন্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে রেখে দেয়া হয়েছিল।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে খায়বারের সকল অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল। এটিই সঠিক ও সন্দেহাতীত কথা।

যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত ভূমির ব্যাপারে মুসলমানদের ইমাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ যমীন মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ হিসাবে রেখেও দিতে পারেন। অথবা তিনি ইচ্ছা করলে সৈনিকদের মাঝে ভাগ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তা থেকে কিছু অংশ মুসলমানদের প্রয়োজনে রেখে দিতে পারেন। নাবী (ﷺ) এই তিনটিই করেছেন। বনী কুরযা ও বনী নযীরের যমীন তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। মক্কার যমীনকে তিনি ভাগ করেননি। খায়বারের অর্ধেক ভাগ

করেছেন। আর বাকী অর্ধেক রেখে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যারাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলেই খায়বারে শরীক ছিলেন। শুধু জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর রসূল (ﷺ) তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের সময় নাবী (ﷺ) এর চাচাতো ভাই জা'ফর বিন আবী তালেব এবং তাঁর সাথীগণ ও আবু মুসা আশআরী (রাঃ) স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এ যুদ্ধেই একজন ইহুদী মহিলা নাবী (ﷺ) এর জন্য বিষ মিশ্রিত ছাগলের মাংস হাদীয়া (উপহার) দিল। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী সেটি খেলেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি সেই মহিলাকে কোন শাস্তি দেন নি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি মহিলাটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা আছে, যারা সেই খাদ্য খেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হতে যখন বিশর বিন বারা মৃত্যু বরণ করলেন, তখন নাবী (ﷺ) সেই মহিলাকে হত্যা করেছেন।

মক্কায় যখন খায়বারের যুদ্ধের খবর পৌঁছল, তখন কুরাইশরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তারা পরস্পর বাজি ধরল। একদল বলল- মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ জয়লাভ করবে। আরেক দল বলল- দু'টি বন্ধুগোত্র এবং খায়বারের ইহুদীরা জয়লাভ করবে।

অতঃপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি খায়বার বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হাজ্জাজের প্রচুর সম্পদ ছিল। খায়বার বিজয়ের পর তিনি রসূল (ﷺ) কে বললেন- মক্কায় আমার স্ত্রীর নিকট স্বর্ণ ও অন্যান্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। সে এবং তার পরিবারের লোকেরা যদি আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে আমার সমস্ত সম্পদ হাত ছাড়া হবে। আমাকে অনুমতি দিন। খায়বার বিজয়ের খবর তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বেই আমি দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যাই এবং আমার সম্পদগুলো হস্তগত করে নেই। তবে আমি মক্কায় গিয়ে এমন কিছু বলতে চাই, যার মাধ্যমে আমি আমার জান ও মালকে হেফাজত করতে পারব। রসূল (ﷺ) তাঁকে কিছু (মিথ্যা) বলার অনুমতি দিলেন।

মক্কায় গিয়ে হাজ্জাজ বিন ইলাত (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বললেন- আমার ব্যাপারটি গোপন রাখ এবং তোমার নিকট আমার যে সমস্ত মাল রয়েছে, তা একত্রিত কর। কেননা আমি মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের গণীমত ক্রয় করব। কারণ তারা মদ্বীনায় পরাজিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বন্দী হয়েছে এবং তার সাথীরা তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ইহুদীরা শপথ করে বলছে যে, তারা মুহাম্মাদকে মক্কায় পাঠাবে, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে।

খবরটি মক্কায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার মুসলিমগণ খবরটি শুনে ব্যথিত হলেন। অপর পক্ষে মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করল। রসূল (ﷺ) এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবরটি পৌঁছলে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। খবর শুনে তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট রইলনা। তার গৃহের দরজায় মুসলিম ও মুশরিকদের অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটল। তাদের কেউ আনন্দ প্রকাশ করছিল আবার কেউ দুঃখ প্রকাশ করছিল। পরক্ষণেই আব্বাস দৃঢ়তার সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এতে তিনি এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, তাতে মনে হয় মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরাজয় বরণ করার খবর সঠিক হতে পারেনা। কারণ আব্বাসের জানা ছিল যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। কবিতার ভাষায় আব্বাসের দৃঢ়তা দেখে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর

অনুসারী এবং তার শুভাকাঙ্খীদের মনে সাহসের সঞ্চার হল। মুশরিকরা মনে করল, আববাসের কাছে হয়ত অন্য কোন খবর থাকতে পারে। অতঃপর আববাস খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইলাতের কাছে স্বীয় খাদেমকে পাঠালেন। পাঠানোর সময় খাদেমকে বলে দিলেনঃ তুমি গোপনে হাজ্জাজের সাথে মিলিত হও এবং বলঃ মরণ হোক তোমার! এ কি সংবাদ শুনালে? মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা যে ওয়াদা করেছেন, তা তোমার এই খবরের চেয়ে অনেক ভাল। খাদেম যখন হাজ্জাজের সাথে কথা শেষ করল তখন হাজ্জাজ বলল- তুমি গিয়ে আবুল ফজল তথা আববাসকে আমার সালাম দাও এবং এ কথা জানিয়ে দাও সে যেন, তাঁর কোন একটি ঘরে একাকী অবস্থান করে। আমি অচিরেই তার সাথে দেখা করে এমন খবর দিব, যা তাকে খুশী করবে। খাদেম ঘরের দরজায় এসে বলল- হে আবুল ফজল (আববাস)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই কথা শুনে আববাস (রাঃ) খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি বিপদজনক কোন খবরই শুনেন নি। তিনি এগিয়ে এসে খাদেমের দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। অতঃপর খাদেম হাজ্জাজের কথা জনিয়ে দিল। এতে খুশী হয়ে তিনি সেই দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি সেই খাদেমকে বললেন- হাজ্জাজ তোমাকে যা বলেছে, এবার আমাকে তা শুনাও। খাদেম বলল- তার সাথে একামেত্ম সাক্ষাত করার জন্য একটি ঘরে একাকী প্রবেশ করুন। তিনি আজ দুপুরে আপনার কাছে আসবেন এবং কথা বলবেন।

সুতরাং হাজ্জাজ আসলেন এবং আববাসের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর কাছে এসে প্রথমে অঙ্গিকার নিলেন যে, অবশ্যই এই খবর মক্কাবাসী থেকে গোপন রাখতে হবে। আববাস নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলেন।

এবার হাজ্জাজ আসল ঘটনা খুলে বলতে লাগলেন। তিনি বলেন- আমি দেখে আসলামঃ আপনার ভাতিজা খায়বারবাসীর উপর জয়লাভ করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ গণীমত হিসাবে তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে মুসলিমগণ তা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। আর সেখানকার রাজার কন্যা সাফিয়া বিনতে হুআইকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে ফেলেছেন এবং তার সাথে বাসরও করে ফেলেছেন। আর আমি এখানে এসেছি, যাতে আমার সম্পদগুলো একত্রিত করে নিয়ে যেতে পারি। আমি রসূল (ﷺ) থেকে অনুমতি নিয়েই সেচ্ছায় এ ব্যাপারে মূল সত্যটি গোপন করছি। সুতরাং আপনি তিন দিন পর্যন্ত আমার এই খবর গোপন রাখুন। তিন দিন পর আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

যাই হোক হাজ্জাজের স্ত্রী তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করল। সম্পদগুলো নিয়ে হাজ্জাজ দ্রুত গতিতে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিন দিন পার হওয়ার পর আববাস (রাঃ) হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন- তোমার স্বামীর খবর কি? সে বলল- তিনি তো মদ্বীনায় গমণ করেছেন। হে আবুল ফজল! আল্লাহ্ আপনাকে চিন্তামুক্ত রাখুন। আপনার ভাতিজার খবর শুনে আমরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি বললেন- হ্যাঁ, ঠিক আছে। আল্লাহ্ আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না। আমি যা পছন্দ করি, আল্লাহর মেহেরবানীতে তাই হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে খায়বারের বিজয় দান করেছেন। তাতে আল্লাহর ফয়সালা কার্যকর হয়েছে। সেই সাথে আমার ভাতিজা খায়বারের রাজার মেয়েকে বিয়েও করে ফেলেছেন। এখন যদি তোমার স্বামীর প্রতি তোমার দরদ থাকে, তাহলে মদ্বীনায় গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সাথে মিলিত হও। হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আমার ধারণা আপনি ঠিকই বলেছেন। আববাস বললেন- আল্লাহর শপথ! আমি সত্য বলছি। আমি যা বলছি, বাস্তবেও তাই।

এবার হাজ্জাজের স্ত্রী বলল- আপনাকে এ বিষয়ে কে খবর দিয়েছে? আববাস (রাঃ) বললেন- তোমাকে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে খবর দিয়েছেন, আমাকেও তিনি খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমার স্বামীই আমাকে তা জানিয়েছেন। এরপর

আববাস কুরাইশদের মজলিসের দিকে গেলেন। কুরাইশরা আববাসকে দেখেই বলতে লাগল- আল্লাহর শপথ! হে আবুল ফজল! আপনাকে খুশী খুশী মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে আপনার কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমার কোন অকল্যাণ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ। হাজ্জাজ আমাকে এই এই খবর দিয়েছেন। অর্থাৎ খায়বারবাসীর উপর আমার ভাতিজা মুহাম্মাদের জয়লাভের খবর দিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমাকে এই খবরটি তিন দিন গোপন রাখতে বলেছেন। তাই তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজ আমি তোমাদেরকে সেই সুখবরটি দিচ্ছি। মক্কাতে খবরটি ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে আববাস (রাঃ) এর কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে সংবাদটি শুনালেন। এই খবরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিলেন এবং তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3948

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন